দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN 1 3 1999
পৃষ্ঠা ...

পরীক্ষা পাস ও সার্টিফিকেট অর্জন নয় চাই মনুষ্যত্ব বিকাশকারী কর্মমুখী শিক্ষা

গাউসুর রহমান

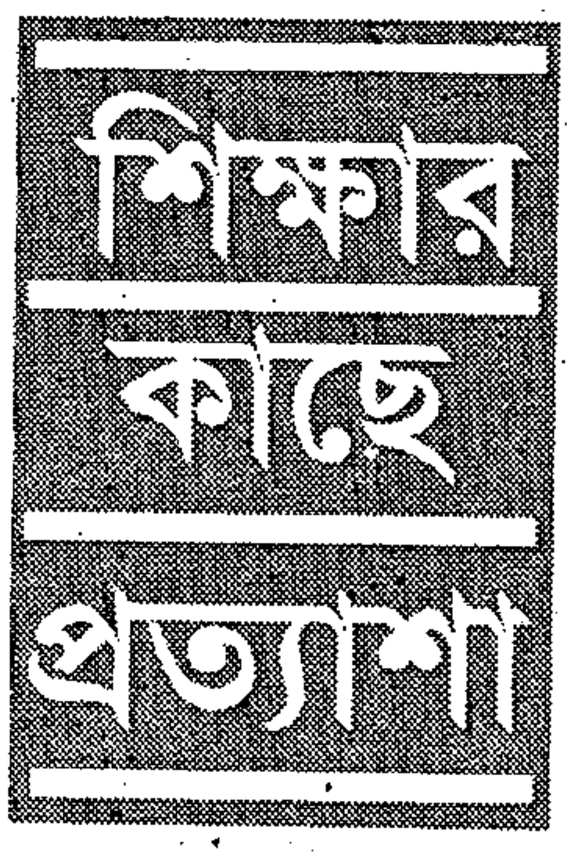

শ্রম নির্ভর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করে তাত্ত্বিক ও মুখস্থ বিদ্যার চাপে যে অগণিত শিক্ষার্থী পাস করছে তারা সমাজের কোথাও তেমনভাবে কাজে লাগছে না। আর তাই দায়িত্বশীল নাগরিকতার গুণাবলী অর্জন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় ছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'achievement Test'-এর পরিবর্তে 'attitude Test'-এর ব্যবস্থা করতে পারলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়।

❑ আমাদের দেশে চলছে পরীক্ষা-নির্ভর শিক্ষা। এর মধ্যে শিক্ষা হয়ে পড়ে সার্টিফিকেট-নির্ভর এবং সার্টিফিকেটের মূল্যও কমে আসে। পাশাপাশি, আমরা যখন শিক্ষার জন্যে ব্যয়িত অর্থের উপযোগিতা খুঁজি, কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে যখন দোষারোপ করি, তখন আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে, শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা শুধু সুযোগের উপরই নির্ভরশীল নয়, দক্ষতার উপরও নির্ভরশীল। শিক্ষার মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থীকে চৌকস, দায়িত্বশীল এবং কর্মীপুরুষে রূপান্তরিত করতে না পারলে শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অপব্যয় করা হয়। বাস্তবে হচ্ছেও তাই।

শিক্ষার কাছে প্রত্যাশা

❑ শিক্ষাখাতে খরচ বাড়ালেই শিক্ষার উন্নতি হবে–এমন মনে করার কোন কারণ নেই। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাখাতের খরচ যদি সমাজের উন্নয়নে কোন ফল দেখাতে না পারে, তাহলে এই বরাদ্দ শিক্ষাখাতে করে কী লাভ? তখন যদি এ বরাদ্দ অন্য কোন লাভজনক খাতে খাটানোর প্রশ্ন আসে– তাহলে কী বিষয়টি অযৌক্তিক হবে?

❑ শিক্ষার মাধ্যমে আমরা দেশের উন্নয়ন চাই। কিন্তু, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষা ও সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার প্রক্রিয়ার উপর। অন্যদিকে, অর্থ বিনিয়োগের উপযুক্ত প্রক্রিয়ার ব্যবহার নির্ভর করে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রকৃত চাহিদা উপলব্ধি করার জন্যে নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও জনদরদী মনোবৃত্তির উপর। অধিকন্তু, এটি নির্ভর করে 'নীট' আয়ের বৃদ্ধি এবং সম্পদের সুষম বন্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

❑ ...বিশারদদের মতে, শিক্ষাখাতে অর্থ বিনিয়োগের ফলে শ্রমের উপযুক্ততা ও মান বাড়ে। শিক্ষাশেষে অর্জিত গুণাবলী প্রয়োগ করে সমাজের মান ও ঐতিহ্য বজায় রাখাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। এজন্যে প্রয়োজনে সংস্কারাত্মক কর্মসূচীও প্রণয়ন করা যেতে পারে। আর তাই 'শিক্ষা পলিসি'কে সমাজের স্থিতিশীল সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে আলাদা করে চিন্তা করা যাচ্ছে না। 'শিক্ষা পলিসি' প্রণয়নের জন্যে এর নীতি ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের উপরই জোর দেয়া উচিত।

❑ শিক্ষার কাজ হলো, ব্যক্তিকে বিভিন্ন পেশার কাজে নিয়োগের জন্যে ব্যক্তির দক্ষতা বাড়ানো। কিন্তু, শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ 'Skill' তৈরীতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাশেষে অনেকেই বেকার হয়ে যায়, কমে যায় শিক্ষার মান।

❑ সরকার শিক্ষাখাতে খরচ বাড়াবে, না কমাবে– এটি নির্ধারণের জন্যে সরকার দু'টি অর্থনৈতিক নীতি অবলম্বন করতে পারে। এই নীতির একটি হলো 'ম্যানপাওয়ার এপ্রোচ', অন্যটি হলো 'রেট অব রিটার্ন'– যা শিক্ষাখাতে ভয়ের লাভ-ক্ষতির হিসাব কষে থাকে।

❑ যে শিক্ষা সামাজিক উন্নয়নের লাভজনক ও মঙ্গলজনক ভূমিকা রাখতে পারে, সেই শিক্ষার শিক্ষাদানের কাজ অব্যাহত রাখাই হচ্ছে 'রেট অব রিটার্ন।' বাস্তব কারণেই যে শিক্ষা লাভের পরিবর্তে লোকসান এনে দেয়, সেই শিক্ষার প্রবণতা কমাতে হবে। শিক্ষাখাতে ব্যয়ের প্রতিদানের পরিমাণ বুঝে এর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। শিক্ষাখাতে অর্থব্যয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সমাজের দরিদ্র মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গতির সঞ্চার হয়। এছাড়া, সমাজে ধনী-গরীব নির্বিশেষে অর্থ ও সম্পদ বন্টনের এবং একটা সমতা আনাও সম্ভবপর হতে পারে। অধিকন্তু, বন্টন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত বিরাট ফাঁক কমানো যায়। আর তাই পরিবর্তনশীল সমাজে পরিবর্তনশীল মন-মানসিকতা সম্পদ মানব সম্পদ তৈরির প্রয়োজনে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনার কৌশল খুঁজে বের করতে হবে।

❑ শিক্ষা সমাজের বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্যে সমানভাবে বণ্টন করে এর সুফল ভোগ করার সুযোগ নিশ্চিত করার প্রয়োজনে এবং শিক্ষাকে কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্যে প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধানিক কাঠামো বিশেষ ভূমিকা রাখে। সঠিকভাবে একটি জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো সামনে রেখে সমাজের চাহিদা, শ্রমবাজার ও অন্যান্য কর্মসংস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি উপযুক্ত শিক্ষাক্রম তৈরির জন্যে যুক্তিযুক্ত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করা উচিত। এজন্যে, শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে মর্যাদা দান দরকার।

❑ অনেক দেশে রাজনৈতিক দলসমূহ নিজের দলগত সুযোগ-সুবিধা এবং আর্থিক ফায়দা লাভের জন্য দলগত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করণার্থে পরিকল্পনাবিদদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে। আমাদের দেশেও এমনটি দেখা গেছে। ফলশ্রুতিতে, বাস্তব অবস্থার নিরিখে সমাজের সঠিক চাহিদানুসারে উপযুক্ত প্রতিনিধির অভাবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না।

আ শিক্ষাব্যবস্থা তখনই সঙ্কটাপন্ন হয়, যখন একটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত করে। তখনই সমাজের চাহিদা ও ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে শিক্ষা ব্যবস্থার অপারগতা প্রকাশ পায়। এজন্য শিক্ষার অবকাঠামো হতে হবে মনুষ্যত্বমুখী বহুমুখী, নমনীয় এবং গতিময়। শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা, রুচি ও সমাজের চাহিদা অনুসারে শিক্ষাকে কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে উৎপাদনক্ষম করতে হবে। এভাবেই প্রণীত হতে পারে জাতীয় ও ব্যক্তিগতভাবে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য।